ব্লুফ্লাওয়ার ৩

(চতুর্থ পর্ব)

অভীক দত্ত

বুক ফার্ম

বুক ফার্ম

Blue Flower Vol. 3
by
Abhik Dutta

ISBN : 978-93-92722-62-2

No part of this work can be reproduced in any form
without the written permission of the author and the publisher

© অভীক দত্ত

উপন্যাসের সমস্ত চরিত্র কাল্পনিক। বাস্তবের সঙ্গে কোনো মিল নেই।

প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২৩

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : অর্ক চক্রবর্তী

বুক ফার্ম-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক
৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত
চলভাষ : ৯৮৩১০৫৮০৪০
মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

জামিল বলল, 'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করছি না তুমি কাজটা কীভাবে করবে। তবে একটা কথা মনে রেখো, এই সামান যেন কোনো ইন্ডিয়ান আর্মির হাতে না পড়ে। বাকিটা তুমি কীভাবে করবে, নিজে ঠিক কর।'

ইমান বলল, 'ধরা পড়বে না জনাব। আমাকে সামান দিন।'

জামিল বলল, 'এসো।'

জামিল ঘর থেকে বেড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল। ইমান জামিলের পিছন পিছন হাঁটতে শুরু করল। গলি থেকে বড়ো রাস্তায় এসে জামিল তার গাড়ির কাছে গিয়ে বলল, 'গাড়িতে ওঠো।'

ইমান অবাক হয়ে বলল, 'জি? গাড়িতে উঠতে হবে?'

জামিল বলল, 'হ্যাঁ। ওঠো।'

ইমান গাড়িতে উঠল। জামিল ড্রাইভারের সিটে বসে গাড়ি স্টার্ট দিল।

ইমান বলল, 'সামান গাড়িতে নেই জনাব?'

জামিল বলল, 'এখানে দেওয়া যাবে না।'

ইমান শ্বাস ছাড়ল। কিছু বলল না।

মিনিট পনেরো গাড়ি চালিয়ে ইসলামাবাদ হাইওয়েতে গাড়ি দাঁড় করাল জামিল। পকেট থেকে রিভলবার বের করে ইমানের দিকে তাক করে বলল, 'মৌলানা সাহেবের খাস নির্দেশ আছে তোকে যেন আমি নিজের হাতে মারি। গদ্দার! লজ্জা লাগে না তুই নিজের মানুষদের সঙ্গে গদ্দারি করিস?'

ইমান গাড়ির দরজা খুলতে গেল। পারল না। জামিল ইমানের মাথায় গুলি করল। রক্ত ছিটকে এসে জামিলের মুখে লাগল। তাতে জামিল ভ্রূক্ষেপ করল না। গাড়ির দরজা খুলে রাস্তার পাশের মাঠে ইমানের বডিটা টান মেরে ফেলে দিয়ে গাড়িতে বসে ফোন বের করল।

ইমানের লাশের ছবি তুলে গাড়ি স্টার্ট করল জামিল।

৪

তুষার বাড়ি ফিরেছেন রাত বারোটা নাগাদ। ইরাবতী ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তুষারের কাছে চাবি থাকে। বাড়ির ভেতর ঢুকে তাঁর ব্ল্যাক কফি খেতে ইচ্ছে হল। তুষার ইলেকট্রিক কেটলিতে গরম জল বসিয়ে টিভির সামনে বসলেন। মাথা ধরে যাচ্ছে। সব জায়গা উপদ্রুত হয়ে যাচ্ছে যেন। এত কিছু মাথায় নেওয়া যাচ্ছে না।

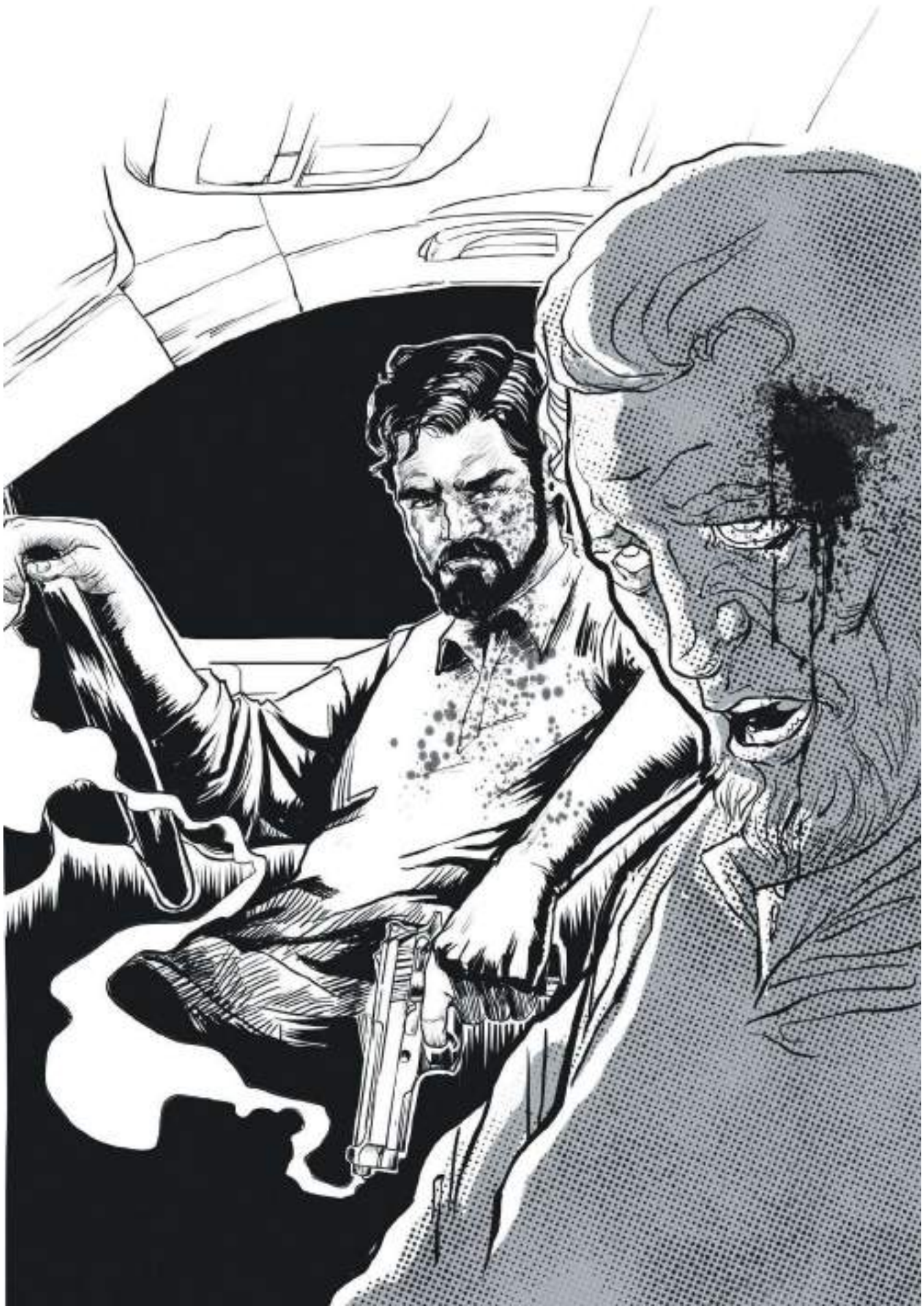

সায়ক বলল, 'বলেছে যখন জয়েন করনি কেন?'

বীরেন বলল, 'সুলেমানকে বলতে হবে তো।'

সায়ক বলল, 'বলে ফেল। দেরি করছ কেন? মায়া পড়ে গেছে? এখানে মায়ার কোনো জায়গা নেই। শক্ত হও এবং পারলে কালকেই জয়েন কর।'

বীরেন মাথা নাড়ল।

সায়ক বলল, 'এবার যাও।'

বীরেন মাথা নেড়ে মসজিদের দিকে হাঁটতে শুরু করতেই সায়ক তার হাত চেপে ধরল। বীরেন অবাক হয়ে সায়কের দিকে তাকানোর সময়টুকু পেল না। তীব্র শব্দে চতুর্দিকে কেঁপে উঠল। সায়ক চেঁচিয়ে উঠল, 'শুয়ে পড়। শিগ্‌গির।'

বীরেনের মাথা ঘুরে উঠল। সে রাস্তায় শুয়ে পড়ল। আর্ত চিৎকার, হাহাকারে চারদিক ভরে উঠছে। সায়ক বলল, 'ব্লাস্ট হয়েছে। মসজিদে। শুয়ে থাকো। ক-টা বোম আছে কে জানে।' মানুষের ছোটাছুটির মধ্যে দেওয়ালের পাশে চোখ বন্ধ করে মিনিট পাঁচেক বসে থাকল বীরেন। মাথা কাজ করছে না। সুলেমান মসজিদের ভেতরে গেছিল ভাবতেই বমি চলে এল। রাস্তার উপর হড়হড় করে বমি করে দিল সে।

সায়ক বলল, 'কপালজোরে বেঁচে গেলে। আমি না ডাকলে মসজিদের ভেতর তুমিও থাকতে। উফ, এই দেশ!'

বীরেন মসজিদের দিকে তাকাল। ভয়াবহ দৃশ্য। একটু আগেও যেটা কল্পনাতেও ছিল না, সেটাই হল।

হাঁটুর নীচে ব্যথা হচ্ছিল। এতক্ষণ পর খেয়াল হল। প্যান্ট তুলে দেখল পা থেকে রক্ত পড়ছে। সায়কেরও চোখে পড়েছে সেটা। বলল, 'কাচ লেগেছে মনে হচ্ছে। চিন্তা নেই। ক্লিনিকে যাও। সেরে যাবে।'

বীরেন অসহায় গলায় বলল, 'সুলেমান বাঁচবে না?'

সায়ক তার পিঠে হাত রেখে বলল, 'আগে নিজে বাঁচো। মায়া পরে করো। চল, পা দেখিয়ে নাও। রেস্ট করতে হবে আজকে। সুলেমানের দোকানেই যাও। এখনই উবে গেলে সন্দেহ হবে ওদের।'

বীরেন শূন্য চোখে মানুষজনের হাহাকার দেখছিল। কী অদ্ভুত এই ভূখণ্ড! মানুষের প্রাণের কোনো মূল্যই নেই?

জ্যাকেট। তিনি বাশারের কাছে ছুটে গিয়ে বললেন, 'ডেটোনেটর কোথায়?'

বাশার শাহিদকে দেখাল। শাহিদ পকেটে হাত দিয়ে ডেটোনেটর বের করতে গেল। শ্রীবাস্তব রিভলবার তাক করলেন শাহিদের দিকে। শাহিদ বাশারকে অশ্রাব্য গালিগালাজ করতে শুরু করল...

সোমবার সকালে মুম্বই আরও এক ভয়াবহ ব্লাস্টের হাত থেকে বাঁচল।